● জেড এম সাদ

এল ক্লাসিকো
'বিবিসি' বনাম 'এমএসএন'

বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ বার্তা সংস্থা ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশনের সংক্ষিপ্ত নাম 'বিবিসি' আর 'এমএসএন' হলো মাইক্রোসফট নেটওয়ার্কের সংক্ষিপ্ত রূপ। ভাবছেন এল ক্লাসিকোতে আবার বিবিসি এমএসএন কেন? হ্যাঁ, কারণ অবশ্যই আছে আর তা হচ্ছে লা লিগায় এবারের মওসুমের প্রথম এল ক্লাসিকোতে রিয়াল মাদ্রিদ ও বার্সেলোনার ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেবে 'বিবিসি' এবং 'এমএসএন'। একটু পরিষ্কার করে বলি। ২০১৩-১৪ দুর্দান্ত একটি মওসুম কাটিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। জিতেছে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লীগ, কোপা দেল রে ও উয়েফা সুপার কাপের শিরোপা। গত মওসুমে রিয়ালের এমন সাফল্যের নায়ক ছিলেন দলের তিন তারকা– ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো, গ্যারেথ বেল ও করিম বেনজেমা। তিনজনের নামের আদ্যাক্ষর নিয়ে 'বিবিসি' (বেল, বেনজেমা ও ক্রিস্টিয়ানো) নামটি ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত। এই তিন ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে এবারো রিয়াল বাজিমাত করতে চায়। সঙ্গে আছেন দলে নতুন যোগ দেয়া এবারের বিশ্বকাপে গোল্ডেন বুট জেতা জেমস রড্রিগুয়েজ। অন্যদিকে গত মওসুমের কথা ভুলে যেতে চাইবে বার্সেলোনা। কাতালানরা ৮ বছর পর শিরোপাশূন্য একটি মওসুম কাটিয়েছে। তাই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনাও থেমে নেই। 'বিবিসি'র আদলে তারা গড়তে চলেছে 'এমএসএন' (মেসি, সুয়ারেজ ও নেইমার)। এল ক্লাসিকোর আগে এখন আলোচনায় 'বিবিসি' বনাম 'এমএসএন'-এর লড়াই।

'এমএসএন' যে 'বিবিসি'র চেয়ে কোনো অংশে কম যাবে না, তা ইতিমধ্যে জানান দিয়েছে তারা। এল ক্লাসিকোর আগে নিজ দেশের হয়ে তারা তিনজনই আছেন দুর্দান্ত ফর্মে। সর্বশেষ জাপানের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে এক হালি গোল করেছেন ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার নেইমার। একই দিনে হংকংকে ৭-০ গোলে উড়িয়ে দিতে আর্জেন্টিনার হয়ে লিওনেল মেসি করেছেন জোড়া গোল। আর উরুগুয়ের হয়ে ওমানের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে লুইস সুয়ারেজও করেছেন জোড়া গোল। দেশের হয়ে শেষ ম্যাচে এই তিন খেলোয়াড়ের গোল ৮। রিয়ালের ফরোয়ার্ডে তিনজন তারকা খেলোয়াড় থাকায় 'বিবিসি' নামটি দেয়া তাদের জন্য সহজ ছিল। কিন্তু গত মওসুমে বার্সেলোনার ফরোয়ার্ডে ছিলেন লিওনেল মেসি ও নেইমার। তবে এবার লিভারপুল থেকে লুইস সুয়ারেজ ৭৫ মিলিয়ন পাউন্ডে যোগ দেয়ায় বার্সেলোনার 'এমএসএন' নাম দেয়া বেশ সহজ হয়েছে। সুয়ারেজ এখনো বার্সেলোনার হয়ে প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে মাঠে নামতে পারেননি। বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে ইতালির ডিফেন্ডার জর্জিও কিয়েলিনিকে কামড় দেয়ায় চার মাস নিষিদ্ধ হন তিনি। সেই নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ শেষ হবে এল

লা লিগায় সর্বোচ্চ গোলদাতা

১৯২৯ সাল থেকে লা লিগার শুরু। সেই থেকে আজ পর্যন্ত লা লিগায় অনেক ফুটবলার গড়েছেন অনেক রেকর্ড। কেউ গোল করে, কেউ গোল ঠেকিয়ে, কেউ আবার অন্যকে দিয়ে গোল করিয়ে করেছেন নানা ধরনের রেকর্ড। পাঠকদের সঙ্গে লা লিগায় সর্বকালের সর্বোচ্চ ৫ গোলদাতার পরিচয় করিয়ে দেয়া যাক এবার।

তেলমো জারা ২৫১ গোল

অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের ফরোয়ার্ড তেলমো জারার ২৫১ গোল এখন পর্যন্ত লা লিগায় সর্বোচ্চ। ২৭৮টি ম্যাচে মাঠে নেমে এমন রেকর্ড গড়েন জারা। প্রতি ম্যাচে তার গোলের অনুপাত ছিল ০ দশমিক ৯১।

মেসি ২৫০ গোল

লা লিগায় সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে আছেন মেসি। ২৮৪ ম্যাচে তার গোল সংখ্যা ২৫০। স্প্যানিশ লা লিগায় ১০টি বছর কেটে গেল বার্সার এই ফুটবল জাদুকরের। অনেক রেকর্ডই দখলে নিয়েছেন তিনি। আরো কত নজির গড়েন, তার উত্তর বলবে সময়। তবে নতুন করে আরেকটি রেকর্ডের হাতছানি রয়েছে মেসির সামনে। আর মাত্র ১টি গোল করতে পারলেই স্পর্শ করবেন তেলমো জারার রেকর্ড।

হুগো সানচেজ ২৩৪

সাবেক রিয়াল মাদ্রিদ তারকা হুগো সানচেজ ৩৭৮ ম্যাচে ২৩৪ গোল করে আছেন তৃতীয় অবস্থানে। ম্যাচপ্রতি তার গোলের অনুপাত ০ দশমিক ৬৭। ইউরোপের চারটি ক্লাবেই তার ক্যারিয়ার কেটেছে। মেক্সিকোর জার্সি গায়ে খেলেছেন তিনটি বিশ্বকাপও।

রাউল ২২৮ গোল

স্পেনের সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলারের তালিকায় আছে তার নাম। লা লিগায় সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসেবে তার অবস্থান চার নম্বরে। ক্যারিয়ারের পুরোটা সময় প্রায় ১৬ বছর কাটিয়েছেন স্প্যানিশ জায়ান্ট রিয়াল মাদ্রিদের জার্সি গায়ে। রিয়ালের হয়ে সর্বোচ্চ গোলদাতার মালিকও তিনি। ৫৫০ ম্যাচে করেছেন ২২৮ গোল। ম্যাচপ্রতি গোলের অনুপাত ০ দশমিক ৪১।

ডি স্টেফানো ২২৭ গোল

ফুটবল ইতিহাসের আরেক কিংবদন্তির নাম ডি স্টেফানো। জীবদ্দশায় খেলেছেন আর্জেন্টিনা, স্পেন এবং কলম্বিয়ার হয়ে।

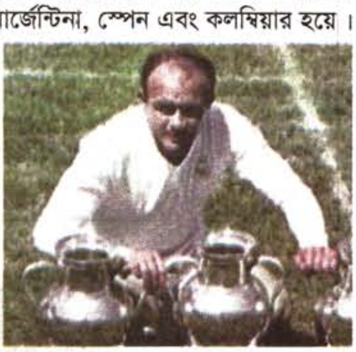

পঞ্চাশের দশকে রিয়াল মাদ্রিদ পরপর পাঁচবার ইউরোপ সেরা হয়েছিল। সেই অনবদ্য কীর্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ডি স্টেফানোর। ১৯৪৭ সালে আর্জেন্টিনার কোপা আমেরিকা জয়েও তার ভূমিকা ছিল অনবদ্য। ওই আসরে তিনি গোল করেন ৬টি। 'ব্লন্ড অ্যারো' ডি স্টেফানো রিয়ালের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা। রিয়ালের হয়ে ২৮২টি ম্যাচে ২১৬টি গোল রয়েছে ডি স্টেফানোর। লা লিগায় ৩৩১ ম্যাচে গোল করেছেন ২২৭টি।

ক্লাসিকোর ঠিক আগের দিন। ফুটবল বিশ্বকে তাক লাগানো এই ফুটবল মহারণের আগে 'এমএসএন'-এর মতো 'বিবিসি'ও নিজ দেশের হয়ে আছেন দারুণ ছন্দে। মঙ্গলবার ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ বাছাই পর্বে ডেনমার্কের বিপক্ষে দারুণ একটি গোল করেন পর্তুগিজ তারকা রোনালদো। অন্যদিকে আগের সপ্তাহে প্রীতি ম্যাচে পর্তুগালকে ২-১ গোলে হারাতে একটি গোল করেন ফরাসি তারকা করিম বেনজেমা। আর ইউরো বাছাই পর্বে বসনিয়া ও সাইপ্রাসের বিপক্ষে গোল না পেলেও দারুণ খেলেছেন ওয়েলস তারকা গ্যারেথ বেল। তবে এই মওসুমে এখন পর্যন্ত সবাইকে ছাপিয়ে গেছেন রোনালদো। স্প্যানিশ লা লিগায় ৮ ম্যাচে করেছেন ১৫ গোল। ভেঙেছেন ৭১ বছরের রেকর্ড। লা লিগার ইতিহাসে মওসুমের শুরুতে ৮ ম্যাচে তার চেয়ে বেশি গোল আর কেউ করতে পারেননি। যেখানে বার্সেলোনার দুই তারকা লিওনেল মেসি ও নেইমার দুজন মিলে করেছেন ওই সংখ্যক গোল (মেসি ৭, নেইমার ৮)। এদিকে এল ক্লাসিকোর আগে বার্সা ও রিয়াল শিবির নিজেদের ম্যাচগুলোতে প্রতিপক্ষকে উড়িয়ে দিয়ে আছে ফুরফুরে মেজাজে। অন্যদিকে বার্সেলোনার তারকা মেসি আছেন অন্য এক রেকর্ডের সামনে। লা লিগায় তেলমো জারার সর্বোচ্চ ২৫১ গোলের রেকর্ড ছুঁতে তিনি আছেন আর মাত্র ১ গোল দূরে! এল ক্লাসিকোতে মেসির মধ্যে রেকর্ড ছোঁয়ার প্রাণান্ত চেষ্টা থাকলেও লুইস সুয়ারেজের মধ্যে থাকবে অভিষেক ম্যাচেই গোল করার স্পৃহা। ভক্ত-সমর্থকদের সেই অপেক্ষার অবসান হওয়াটা এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। স্প্যানিশ লা লিগায় মওসুমের প্রথম 'এল ক্লাসিকো' দ্বৈরথ অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৫ অক্টোবর রাতে। রিয়ালের ঘরের মাঠে 'বিবিসি'র বিপক্ষে লড়বে বার্সার 'এমএসএন'। ■